﴿ عليها قضاء أيام من رمضان ولكن نسيت عددها ﴾

« باللغة البنغالية »

الإسلام سؤال وجواب

ترجمة : ثناء الله نذير أحمد

مراجعة : إقبال حسين معصوم

2010 - 1431

IslamHouse

জনৈক নারীর উপর রমজানের কাজা রয়েছে, যার সংখ্যা মনে নেই

প্রশ্ন : আমার স্ত্রীর উপর পূর্বের কিছু সিয়াম কাজা রয়েছে, কিন্তু সে তার নির্দিষ্ট সংখ্যা ভুলে গেছে, এখন সে কি করবে?

উত্তর :

আল-হামদুলিলাহ

কোন কারণে যে ব্যক্তি রমজানের সিয়াম ভঙ্গ করে, যেমন সফর, অসুস্থতা, হায়েয অথবা নিফাস, সে তার কাজা করবে। আলাহ তাআলা বলেন :

﴿ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ البقرة: ١٨٤

"তবে তোমাদের মধ্যে যে অসুস্থ হবে, কিংবা সফরে থাকবে, তাহলে অন্যান্য দিনে সংখ্যা পূরণ করে নেবে।" সূরা বাকারা : (১৮৪)

আয়েশা -রাদিআলাহু আনহা-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল :

مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ ، فَقَالَتْ : (كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ ، فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ ، وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ) . روى مسلم (٣٣٥)

"ঋতুবতী নারী সিয়াম কাজা করে, কিন্তু সালাত কাজা করে না কেন ? তিনি বললেন : আমরা এর শিকার হতাম, তখন আমাদেরকে সিয়াম কাজা করার নির্দেশ দেয়া হতো, সালাত কাজা করার নির্দেশ দেয়া হতো না।" মুসলিম : (৩৩৫)

আপনার স্ত্রী যেহেতু কাজার সংখ্যা ভুলে গেছে, এবং তার সন্দেহ সৃষ্টি হয়েছে যে তা ছয় দিন ছিল, না সাত দিন ছিল উদাহরণস্বরূ। তাহলে তার উপর ছয় দিনই ওয়াজিব হবে। কারণ, দায়মুক্ত থাকাই মূল। কিন্তু যদি সে সতর্কতামূলক সাত দিন সিয়াম পালন করে, তাহলে এটাই উত্তম। যাতে নিশ্চিতভাবে সে দায়মুক্ত হতে পারে।

শায়খ ইবনে উসাইমীনকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল : জনৈক নারীর উপর রমজানের কাজা রয়েছে, কিন্তু তার সন্দেহ সৃষ্টি হয়েছে, তিন দিন, না চার দিন। সে দিন সিয়াম পালন করেছে, এখন সে কি করবে ?

তিনি উত্তর দিয়েছেন : কাজার ব্যাপারে কারো সন্দেহ হলে, কম সংখ্যা গ্রহণ করবে। যেমন কোন নারী বা পুরুষের সন্দেহ হয় যে, তার উপর তিন দিন, না চার দিনের কাজা রয়েছে ? তখন সে কম সংখ্যা গ্রহণ করবে। কারণ, কম সংখ্যা নিশ্চিত, আর অতিরিক্তটা হচ্ছে সন্দেহযুক্ত। আর দায়মুক্ত থাকাই মূল। তবে সন্দেহযুক্ত দিন সিয়াম পালন করাই উত্তম। যদি এ দিনটি তার উপর ওয়াজিব থাকে, তবে নিশ্চিতভাবে তার কাজা আদায় হল। অন্যথায় নফল হিসেবে পরিগণিত হল। আলাহ কোন ব্যক্তির আমল বিনিষ্ট করেন না।"

সূত্র : 'ফতোয়া নূরুন আলাদ্দারব' আলাহই ভাল জানেন।